হ্যান্ড আউট

PDBF

হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট
পচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন- শীর্ষক প্রকল্প

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন একটি প্রতিষ্ঠান

পারিবারিক পর্যায়ে গাভী পালন

পারিবারিক পর্যায়ে গাভী পালন

গাভী পালনের গুরুত্ব

গাভী আমাদের একটি মূল্যবান সম্পদ। কৃষি নির্ভর এই দেশের কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন গবাদি পশুর সংগে গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অন্যান্য খাদ্য শস্যের মত আমাদের দুধ ও মাংস সেই সাথে আমিষ জ খাদ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দুধ আমিষের একটি মূল্যবান সস্তা উৎস্য। শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, রোগী সবার দুধ মুল্যবান খাবার। শুধুমাত্র শিশু খাদ্য হিসাবে আমার দেশে প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ দুধের চাহিদা রয়েছে এদেশের স্বল্প উৎপাদনের গাভী থেকে তার এক দশমাংশও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতি বৎসর বিপুল পরি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমদানী করতে হচ্ছে শিশু খাদ্য 'গুড়ো দুধ' ফলে জাতীয় উন্নয়ন দারুন ভাবে ব্যহত হ গাভী পালনে প্রত্যক্ষভাবে যেমন দুধ পাওয়া যায় তেমনি পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় মাংশ।

প্রানী আমিষের এই মূল্যবান উৎস মাংস ও দুধের আকাশ ছোয়া দাম এবং সরবরাহ অপর্যাপ্ত। এরই ফলে দেশের সমস্যা দিন দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। একটু সহজ ভাবে চিন্তা করলে খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে সমস্যা সমাধানের অন্যতম একটি সহজ পথ হচ্ছে বসত বাড়ীতে গাভী পালন। ৬৮ হাজার গ্রামের বিপুল জন স যাদের সামান্য সংগতি এবং সুযোগ আছে তারা যদি নিজেদের প্রয়োজনে বাড়ীতে দুই একটি গাভী পালে তবে প্রকার সমস্যাটির সহজ সমাধান সম্ভব। বাংলাদেশের ন্যায় একটি দরিদ্র দেশে পারিবারিক গাভী পালন কার্যক্রম এদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি পরিবারের (ক) পুষ্টি সমস্যার সমাধান, (খ) পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও (গ) আ কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

গাভী পালনের পদেক্ষপ সমূহ ঃ-

পারিবারিক গাভী পালন একটি বিজ্ঞান। গাভীর জাত নির্বাচন, ঘর তৈরী, খাদ্য সংগ্রহ প্রজনন পদ্ধতি সব কিছুরই একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা দরকার। বাংলাদেশের উপযোগী কোন গাভী পালন করলে বেশী লাভ পাওয়া যাবে তার তথ্য সংগ্রহ এবং গাভী পালনের জন্য কি কি আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তাহা কার্যক্রম আরম্ভ করার পূর্বেই জানা প্রয়োজন। গাভী পালনের ৮টি পদক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ-

১) পরিকল্পনা প্রনয়ন, ২) প্রশিক্ষণ, ৩) স্থান নির্বাচন, ৪) মূলধন সংগ্রহ, ৫) ঘর নির্মাণ, ৬) গাভী ক্রয়, ৭) খাদ্য সরবরাহ, ৮) রোগ দমন ও চিকিৎসা

বিভিন্ন জাতের দুধাল গাভী

১। হারিয়ানা

উৎপত্তি স্থান : ভারতের হারিয়ানা, দিল্লী।

জাতের বৈশিষ্ট : গায়ের রং সাদা বা ছাই বর্ণের। মাথা বেশ লম্বা ও আপেক্ষাকৃত সরু। শিং লম্বা চিকন মসুন। দুই শিং এর মধ্যবর্তী স্থান উচু। গাভীর ওজন ৮০০ হতে ১২০০ পাউন্ড হয়ে থাকে। উচ্চতা সাধারণত ৪.৫ ফুট হতে ৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২। থারপারকার

উৎপত্তিস্থান : পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের থারপার জেলা।

সাধারণ বৈশিষ্ট : গায়ের রং সাদা, মাথা বেশ ধ কপাল উচু, উচু, শিং লম্বা। উচ্চতা ৪ হতে ৫ ফুট থাকে। এই জাতের গাভী গড়ে দৈনিক ৬ সের দেয়।

৩। লাল সিন্ধি

উৎপত্তিস্থান : পাকিস্তানে সিন্ধু প্রদেশ করাচি হায়দ্রাবাদে।

জাতের বৈশিষ্ট : গায়ের রং গাঢ় লাল, মাথা কপাল চওড়া, কান লম্বা ও ঝুলানো, গাভীগুলি খুব প্রকৃতির। উচ্চতা ৪ হতে ৪.৫ ফুট। দৈনিক উৎপাদন ৬ সের।

৪। শাহীওয়াল

উৎপত্তিস্থান : পাঞ্জাব প্রদেশের মন্ট গোমারী জেলা

জাতের বৈশিষ্ট : গায়েল রং হালকা লাল বা হা হলুদ, গলা ছোট, কপাল চওড়া ও সামনের দিক সা উচু। উচ্চতা ৪ হতে ৪.৫ ফুট হয়ে থাকে। দৈনিক সের দুধ দিয়ে থাকে।

। জার্সি

ংপত্তি স্থান : ইংল্যান্ডের ইংলিশ চ্যানেলের পাশে বস্থিত জার্সি নামাক স্থানে।

াতের বৈশিষ্ট : গায়ের রং ছাইয়ের মত অথবা হালকা াল হয়ে থাকে। শিং ছোট ও সামনের দিকে বাঁকানো লান বেশ বড়। চুটি বিহীন, দৈনিক দুধ উৎপাদন ১২ সর।

। ফ্রিজিয়ান

ংপত্তি স্থান : হল্যান্ডের ফ্রিজল্যান্ড প্রদেশ।

তের বৈশিষ্ঠ : গায়ের রং সাদা ও কালো মিশ্রিত। রং টির যে কোনটির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় ইহা সবচেয়ে ড় আকৃতির জাত। দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩০ সের।

দেশী গাভীকে উন্নত করন

দেশী গাভীকে উন্নত করার সহজ কৌশল হচ্ছে উন্নত াতের ষাড়ের সাথে দেশী গাভীর মিলন। এই মিলনে থম বংশের বাচ্চায় আট আনা উন্নত রক্ত আসবে। দ্বিতীয় পুরুষের সন্তানের দেহে উৎকৃষ্ট ষাড়ের রক্ত বেড়ে শতকরা ৭৫ ভাগ হয়ে যাবে। এই ভাবে বাড়তে াড়তে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট রক্ত ষষ্ঠ পুরুষে শতকরা ৯৮.৫ াগ বৃদ্ধি পাবে।

দেশী গাভীর সংগে ষাঁড়ের মিলনে ঐ গাভীর বাচ্চাদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাবে। যেমন একটি গাভী দিনে দুধ দেয় দুসের এবং যে ষাড়ের সংগে মিলন করানো হলো তার মা দুধ দিত ১০ সের। দুধ উৎপাদনের এই গুণ মা ও পিতা থেকে সন্তান পায়। এদের থেকে উৎপন্ন বাচ্চা দিনে ৪ সের দুধ দিতে পারে দুধের পরিমাণ দ্বিতীয় পুরুষে ৮ সের এবং চতুর্থ পুরুষে বেড়ে ৯ সের হওয়া সম্ভব।

বাছুরের সূষম খাদ্য তৈরীর নিয়ম ঃ-

ক) একমাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে কেবল দুধ দিতে হবে। দুধের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে :-

প্রতি ৮-১০ পাউন্ড শরীরের ওজনের জন্য প্রত্যহ ১ পাউন্ড কাচলা দুধ দিতে হবে।

। দ্বিতীয় মাস বয়স থেকে দুধের পাশাপাশি বাছুরকে অন্যান্য খাবারও দিতে হবে। তবে এই সময় খাবারে আঁশ জাতীয় খাবার বেশী থাকা উচিত নয়।

দুই মাসের বাছুরের খাদ্য তালিকা ঃ-

ক) খৈল (তিল) - ২ ছটাক
খ) গমের ভূষি-২ ছটাক
গ) কাচা ঘাস- ১ সের
ঘ) পানি (পরিষ্কার)- পর্যাপ্ত পরিমাণে

বয়স এবং ওজন বাড়ার সথে খাদ্যের পরিমাণও বাড়বে।

গাভীর জন্য সূষম খাদ্য তৈরীর নিয়ম ঃ-

প্রতিটি গাভীকে দেহ রক্ষার সাথে সাথে দুধ উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম ৩ পাউন্ড দুধ উৎপাদনের জন্য ৩ পাউন্ড দানাদার খাদ্য প্রয়োজন পরবর্তী প্রতি ৩ পাউন্ড দুধ উৎপাদনের জন্য ১ পাউন্ড হিসাবে দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

মনে করি একটি গাভীর দৈহিক ওজন ৩০০ পাউন্ড এবং দুধ উৎপাদন করে ৬ পাউন্ড। অতএব উপরের সূত্র অনুযায়ী তার খাদ্যের পরিমাণ নিম্নে হবে।

আশ জাতীয় খাবার :

শুকনা খড়	১.৫ পাঃ
কাঁচা ঘাস	৬ পাঃ
মোট =	৭ পাঃ
দানাদার খাবার ঃ	
দেহ রক্ষা ও প্রথম ৩ পাঃ দুধের জন্য	৩ পাঃ
পরবর্তী	১ পাঃ
মোট =	৪ পাঃ

গ্রামঞ্চলের গাভীগুলির দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করে খাদ্য তালিকা নিম্নরূপ :

দুধালো গাভীর খাদ্য তালিকা :-

ক)	শুকনা খড়	১ সের
খ)	কাচা ঘাস	৬ সের
গ)	গমের ভূষি	১ সের
ঘ)	চাউলের কুড়া	১ সের
ঙ)	খৈল	
চ)	চিটা গুড়	২ ছটাক
ছ)	খাবার লবণ	১ ছটাক
জ)	হাড়ের গুড়া অথবা শামুক ঝিনুকের খোসার গুড়া অথবা ডিমের খোসার গুড়া	১ ছটাক
ঝ)	পরিষ্কার জীবানু মুক্ত পানি পর্যাপ্ত পরিমাণ।	

গাভীর আবাস ব্যবস্থা

গাভীর নিকট থেকে অধিক উৎপাদন পেতে হলে গাভীকে স্বাস্থ্য সম্মত আবাস ব্যবস্থায় রাখতে হবে। গাভীর জন্য একটি ভাল ঘর তৈরী করতে হলে নিম্নের

বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। গাভীর ঘর উচু ও শুষ্ক স্থানে বানাতে হবে।

২। গোয়াল ঘরটি যেন গাভীর জন্য আরামদায়ক হয়।

৩। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকে।

৪। গোবর ও আবর্জনা নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে।

৫। ঘরটি যেন মজবুত এবং টেকসই হয়।

৬। ঘরে যেন আলো বাতাস প্রবেশের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে।

প্রত্যেকটি বয়স্ক গরুর জন্য মেঝেতে অন্ততঃ ৫০ বর্গফুট জায়গা থাকা দরকার। যতগুলি গরু থাকবে সেই অনুযায়ী ঘরটি লম্বা ও চওড়া হবে। যেমন ১টি গরু থাকলে গোয়াল ঘর ১০ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া হলে চলবে। কিন্তু চলা ফেরা ও কাজের সুবিধার জন্য বেশী জায়গা থাকলে ভাল হয়।

দুগ্ধজাত গাভী চেনার সহজ উপায়

১। বংশ ইতিহাস, ২। বংশধরের উৎপাদন ক্ষমতা, ৩। পশুটির নিজস্ব দুধ উৎপাদন ক্ষমতা, ৪। পশুটির আকৃতি, প্রকৃতি ও বাহ্যিক গুনাবলী, ৫। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য।

দুগ্ধজাত গাভী ডেয়রী ফার্ম হইতে ক্রয় করিলে উপরোক্ত সঠিক তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু বাজার হইতে ক্রয় করিলে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। খনার বচনে আছে, যেমন মা, তেমন ছা। যে গাই দুধ দেয়, তার লাথিও ভাল।

আকৃতি ও প্রকৃতি বাহ্যিক গুণাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া গাভী চেনা যায়।

ক) গাভী সুলভ আকৃতি, আকর্ষনীয় চেহারা।

খ) ঢিলেঢালা দেহ, কৌনিক গঠন অর্থাৎ সামনের দিক সরু ও পিছনের দিক মোটা বা প্রশস্ত চামড়া পাতলা ও অপ্রয়োজনীয় পেশী মুক্ত।

গ) শরীরের আকার হইবে বেশ বড়, আবার শরীরের আকার অনুপাতে বুকের ও পেটের বেড়া একটু বেশী হওয়া ভাল।

ঘ) গাভীর ওলান বেশ বড় হইবে এবং অধিক দুগ্ধ ধারণের উপযোগী ওলান শরীরের সাথে শক্তভাবে লাগিয়া থাকা ভাল। ওলানের গঠন হইবে সুন্দর। বাটগুলি হইবে একই আকারের এবং সমান ভাবে সাজানো। দুধের শিরা আকা বাকা দুর হইতে দেখা যাবে।

রোগ প্রতিরোধে করণীয় সাধারন কাজ ঃ

কোন রোগ আসার আগেই সেই রোগ যাতে আসতে পারে তার ব্যবস্থাই হলো রোগ প্রতিরোধ নিঃসন্দেহে চিকিৎসার চেয়ে উত্তম। রোগ যা আসে তার জন্য করণীয় সাধারন কাজ।

১) গাভীর ঘর শুল্ক ও উচুস্থানে বানাতে হবে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

২) গাভীকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।

৩) গাভীকে সুষম খাবার দিতে হবে।

৪) গাভীকে নিয়মিত রোগের টিকা দিতে হবে

৫) অসুস্থ গাভীকে আলাদা করে চিকিৎসা করতে

৬) ক্রয়কৃত গাভী সুস্থ কিনা নিশ্চিত না হয়ে অ গরুর সাথে একত্রে রাখা যাবেনা।

৭) অসুখে মৃত পশু সম্ভব হলে পুড়ায়ে ফেলতে অথবা মাটির নীচে পুতে ফেলতে হবে।

ক্ষুরা রোগ ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগকে বাত ক্ষুরপাকা, ক্ষুরুয়া, এনোরোগ, তাপরোগ, ক্ষুরাচল বলা হয়। সাধারণত গরু, মহিষ, ছাগল, ভে অন্যান্য জোড়াক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণীর হয়ে থাকে।

- প্রথম জ্বর হয় (১০০°-১০৭° ফাঃ) এবং সাথে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।
- মাড়িতে, জিহ্বায়, মুখের ভিতরে এবং দুই মাঝখানে ফোস্কা উঠে।
- ২/১ দিন পর ফোস্কাগুলি ফেটে ঘায়ের সৃ পা ফুলে যায়।
- মুখ দিয়ে সাদা ফেনাযুক্ত লালা ঝরতে থা
- হাটতে এবং দাড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়।
- খেতে না পারায় তাড়াতাড়ী দুর্বল হয়ে প

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ নিয়মিত টিকার ব্যবস্থা করতে হঠাৎ হয়ে গেলে ঘা পটাশ পানি দিয়ে দিনে ৩/ ধুয়ে দিতে হবে। মুখের ঘায়ে সোরাঘার খৈ এ মধু ঝোলাগুড়ের সাথে মিশিয়ে লাগানো যেতে ৪ ভাগ নারিকেল তৈল সাথে ১ ভাগ তারপিন মিশিয়ে ঘায়ে লাগালে মাছি পড়বে না।

চিকিৎসা ঃ ঘা দ্রুত সারানোর জন্য টেরামা প্রোনাপেন (৪০ লাখ) বা ভেসাডিন এর যে কোন ইনজেকশন ব্যবহার করা যায়।

গা-বসন্ত ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগকে গো-মড়ক, ষ্টিশীলতা, কলেরা ও গোমারী নামে বলা হয়।

লক্ষণসমূহ ঃ

- হঠাৎ প্রবল জ্বর হয় (১০-১০৫° ফাঃ)
- গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।
- চোখ লাল হয়ে যায়।
- ক্ষিদে কমে যায়।
- জাবার কাটা বন্ধ করে দেয়।
- চোখ, নাক দিয়ে খুব ঘন আঠাযুক্ত তরল পদার্থ পড়তে থাকে।
- জরের ২-৩ দিনের মধ্যে মুখের ভিতর ঘা হয়ে যায়।
- প্রথমবস্থায় কোষ্ঠ কাঠিন্যতা থাকলেও পরে ভীষন দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়।
- সাধারণত রোগ শুরু হওয়ার ৭-১০ দিনের মধ্যেই পশু মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ ষ্ট্রিনাসিন ট্যাবলেট বড় গরুর জন্য সকাল বিকাল ১টা করে মোট তিন দিন খাওয়ানো যেতে পারে।

ড়কা রোগ ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগকে গলিধড়কা, টবামড়কী, তীলাজ্বর ইত্যাদি বলা হয়। সাধারণত গরু, াহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি এই রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণসমূহ ঃ-

- এই রোগে আক্রান্ত পশুর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে বলে অনেক সময় লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না।
- খুব জ্বর হয় (১০৩° ফাঃ -১০৬° ফাঃ)।
- শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়।
- পশু প্রথম উত্তেজিত থাকলে পরে নিস্তেজ হয়ে যায়।
- ভীষণ পেটে ব্যাথা হয় এই অবস্থায় মাটিতে পড়ে পা দিয়ে পেটে লাথি মারতে থাকে।
- সুস্থ্য পশু হঠাৎ টলতে টলতে পড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কয়েকটি খিচুনী দিয়ে মারা যায়।
- মরা পশুর নাক মুখ দিয়ে রক্ত মিশানো ফেনা বের হয়।

চিকিৎসা ঃ দ্রুত প্রোনাপেন ৪০ লাখ দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। মাত্রা বড় গরু প্রতিদিন ৪০ লাখ মাংসে মোট তিন দিন।

গলাফুলা রোগ ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগকে ব্যাংগা, ঘুটু, গলঘটু, গলবেরা ইত্যাদি বলা হয়। এই রোগ সাধারণত গরু মহিষের হয়ে থাকে। পশু ২-৫ দিনের মধ্যে মারা যায়।

রোগের লক্ষনসমূহ ঃ

- প্রথমে খুব জ্বর হয় (১০৫° ফাঃ -১০৭° ফাঃ)।
- গলা থলথলে হয়ে ফুলে যায়।
- ফুলা জায়গায় হাত দিলে গরম অনুভূত হয় টিপ দিলে বসে যায় এবং ব্যাথা লাগে।
- ফুলা ক্রমশঃ গলা থেকে বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।
- জিহ্বা ফুলে যায় লাল হয়ে যায় এবং গরু হা করে জিহ্বা বাহির করে শ্বাস নেয়।
- শরীর কাপতে থাকে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
- প্রতিবার শ্বাস ফেলার সময় গলার ভিতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং দুর থেকে শব্দ শোনা যায়।
- শেষের দিকে তীব্র পেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা ও রক্ত মেশানো পায়খানা থাকে।
- মরার সংগে সংগে পেট খুব ফুলে উঠে ও নাক, মুখ দিয়ে একধারে পানির মত তরল পদার্থ বের হতে থাকে।

চিকিৎসা ঃ টেরামাইসিন ইনজেকশন মাত্রা ৫-১০ সিঃসিঃ দৈনিক মাংস পেশিতে মোট তিন দিন।

বদলা রোগ ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগকে সাধারণত বাদলা, পীড়া, জহরবাত, সুজওরা, কৃষ্ণাংগ বলা হয়।

রোগের লক্ষণসমূহ ঃ

- প্রথমে খুব জ্বর হয় (১০৫° ফাঃ -১০৭° ফাঃ)।
- পশু দল ছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে।
- পশু খোড়াতে থাকে।
- উরুর উপরিভাগে, ঘাড়ে, কাধে বা কোমরের কিছুটা যায়গা বিশেষ করে যেখানে মাংস পেশী বেশী সেখানে ফুলে উঠে।
- ফুলা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। ফুলা স্থান গরম এবং বেদনা- দায়ক হয়।
- ফুলা জায়গা চাপ দিলে কচ কচ ভচ ভচ শব্দ হয়।
- ফুলা স্থান ফাটলে বাতাস ও ফেনাযুক্ত রস বের হয় এবং টকগন্ধ থাকে।
- এই রোগ হওয়ার সাধারণত ১-৪ দিনের মধ্যে পশু মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ প্রোনাপেন মাত্রা দৈনিক ৪০ লাখ মাংস পেশীতে ও ৪০ লাখ আক্রান্ত স্থানে মোট তিন দিন।

ওলান পাকা রোগ ঃ বিভিন্ন স্থানে এই রোগকে থানফুলা, থানপাকা, পালান পাকা টুনকো বিভিন্ন নামে বলা হয়। খেলে গরুর পেটে গ্যাস হয়। এতে পেট ফুলে যায়।

রোগের লক্ষণসমূহ ঃ

- প্রথমে ওলান ও বাট লাল হয়ে ফুলে উঠে। বাটগুলিতে সাপে কামড়ানোর মত দ দেখা যায়।
- গাভী পিছনের পা দুটি ফাঁক করে দাড়িয়ে থাকে।
- ব্যথার জন্য গাভী শুতে পারে না।
- বাটগুলি খুব শক্ত হয় এবং দুধ বের হয় না।
- জোরে চাপ দিলে প্রথম পুজের মত হলুদ রং এর দুধ বের হয়। পরে রক্ত মেশানো থাকে।
- আক্রান্ত বাট বন্ধ হয়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পচন ধরে।

চিকিৎসা ঃ টেরামাইসিন ট্যাবলেট দুধ ভাল করে দোহন করে বাটের ভিতর টাইপেন রেনিজ পেনিসিলিন বা টেরামাইসিন যে কোন একটি ঔষধ প্রবেশ করাতে হবে। ওলান বোরিক এসিড দিয়ে সেক দিতে হবে।

আমাশা রোগ

লক্ষণসমূহ ঃ

- এই রোগের প্রধান লক্ষণ পেটের অসুখ।
- পানির মত পাতলা পায়খানা করে এবং কিছুতেই কমেনা।
- পায়খানার সয়ম কোত দেয়।
- কয়েকদিন পর পায়খানার সাথে রক্তের ছিটা দেখা যায় এবং আমাশয়ের মত লক্ষণ হয়।
- পায়খানায় প্রচুর আম থাকে।

চিকিৎসা ঃ বাছুরের জন্য ২-৩ মাত্রা ঃ সকালে অর্ধেক বিকালে অর্ধেক মোট তিন দিন। বড় গরুর জন্য সকাল বিকাল ১টি করে মোট তিন দিন।

নাভী রোগ ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগকে সাধারণত গিরা রোগও বলে; বাছুরের এই রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণসমূহ :

- জন্মের ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে।
- প্রথমে জ্বর হয় (১০৫° ফাঃ -১০৬° ফাঃ)।
- প্রথমাবস্থায় নাভী ফোলা ভিজা ভিজা, গরম বেদনা দায়ক এবং শক্ত অনুভূত হয়।
- চাপ দিলে রক্ত মিশানো তরল পদার্থ অথবা পেকে গেলে পুজ বের হয়।
- কোন কোন সময় রক্ত পড়তে থাকে বাছুর ছটপট করে।
- আক্রান্ত বাছুর নিস্তেজ হয় দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়।
- রুগ্ন বাছুরের সামনের বা পিছনের কোন সময় চার পায়ের গিরাসমূহ ফুলে যায়।
- বাছুর খুড়িয়ে হাটে এবং হাটতে কষ্ট হয়।
- নাভীর ঘায়ের চিকিৎসা না করলে সেখান অনেক সময় বাছুরের ধনুষ্টংকার রোগ হয়

চিকিৎসা ঃ পটাশ পানি দ্বারা নাভী দিনে তিনবার করতে হবে। প্রোপেন ৪ লাখ করে দৈনিক পেশিতে মোট ৫ দিন চিকিৎসা করতে হবে।

কৃর্মি রোগ

লক্ষণসমূহ ঃ-

- পশু দিনে দিনে শুকিয়ে যায়।
- গায়ে হাত দিলে লোম উঠে আসে।
- থুতনীর নীচে ফুলে উঠে।
- চোখ নিস্তেজ ও দৃষ্টিহীন দেখায়।
- ক্ষুধা ও পিপাসা বেশী হয়।
- অনেক খায় কিন্তু পরিপাক বা পুষ্টি হয় না।
- তরল এবং মাঝে মাঝে শক্ত পায়খানা হয়
- পেট মোটা দেখায়।
- মলের সংগে কখনও কখনও কৃর্মি বের হয়
- দীর্ঘদিন পেটের অসুখে ভোগে রক্তশূণ্য মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ নেমাফেক্স গোল কৃর্মির জন্য প্রতি কেজির জন্য ১টি ট্যাবলেট ফেমিনেক্স কলিজা জন্য প্রতি ৭৫ কেজি ওজনের জন্য ১টি ট্যাবলেট

গোল কৃর্মির ঔষধ খাওয়ানোর ১৫ দিন পর ক কৃর্মির ঔষধ খাওয়াতে হবে। গোল এবং কলিজা চিকিৎসা একত্রে করা যায়। লিনজান ট্যাবলেট ১৫০ কেজি ওজনের জন্য ১টি করে খাওয়াতে হ